গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
অডিট শাখা-১
www.mor.gov.bd

স্মারক নম্বর: ৫৪.০০.০০০০.০১০.১৮.০০১.২২.১০৩

তারিখ: ৯ ভাদ্র ১৪২৯
২৪ আগস্ট ২০২২

বিষয়: **তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে যাচিত তথ্যাদি প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

সূত্র: জনাব মো: আব্দুর রহমান মোল্লা (এ. আর মোল্লা), বিশেষ প্রতিনিধি, দৈনিক মুক্তখবর ১৪ পুরানা পল্টন (১০ম তলা), দার-উস-সালাম ভবন, ঢাকা-১০০০ হতে প্রাপ্ত তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে ফরম 'ক' মূলে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মো: আব্দুর রহমান মোল্লা (এ. আর মোল্লা), বিশেষ প্রতিনিধি, দৈনিক মুক্তখবর, ১৪ পুরানা পল্টন (১০ম তলা), দার-উস-সালাম ভবন, ঢাকা-১০০০ হতে প্রাপ্ত আবেদনের ছায়ালিপি এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো। উক্ত আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুসারে তাঁর যাচিত তথ্যাদি যথাযথ বিধিমতে আবেদনকারী বরাবর প্রেরণের নিমিত্ত জরুরী ভিত্তিতে এ দপ্তরে প্রেরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে ০৫ (পাঁচ) পাতা।

২৪-৮-২০২২
সৈয়দ আহসান হাবিব
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৪৭১১৪১০৭
ফ্যাক্স: ৭১১৫৫৯৯

উপসচিব
প্রশাসন-৩ শাখা
রেলপথ মন্ত্রণালয়

স্মারক নম্বর: ৫৪.০০.০০০০.০১০.১৮.০০১.২২.১০৩/১(৫)

তারিখ: ৯ ভাদ্র ১৪২৯
২৪ আগস্ট ২০২২

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) যুগ্মসচিব, প্রশাসন অনুবিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়
২) মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মন্ত্রী মহোদয়ের দপ্তর, রেলপথ মন্ত্রণালয়
৩) সচিবের একান্ত সচিব, সচিবের দপ্তর, রেলপথ মন্ত্রণালয়
৪) সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, রেলপথ মন্ত্রণালয় (ওয়েবসাইটে আপলোডের অনুরোধসহ)।
৫) জনাব মো: আব্দুর রহমান মোল্লা (এ. আর মোল্লা), বিশেষ প্রতিনিধি, দৈনিক মুক্তখবর ১৪ পুরানা পল্টন (১০ম তলা), দার-উস-সালাম ভবন, ঢাকা-১০০০। (মোবা: ০১৮২০৫৬১৪৬৪, ইমেইল: abdur0348@gmail.com)

২৪-৮-২০২২
সৈয়দ আহসান হাবিব
সিনিয়র সহকারী সচিব

ফরম 'ক'

তথ্য প্রাপ্তির আবেদন পত্র

[তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালার বিধি-৩ দ্রষ্টব্য]

বরাবর,
জনাব সৈয়দ আহসান হাবিব
সিনিয়র সহকারী সচিব ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই),
রেলপথ মন্ত্রনালয়, ১৬ আব্দুল গনি রোড, রেল ভবন, ঢাকা- ১০০০।
ফোন: 02-47114104
মোবাইল: 01819537087
ই-মেইল: audit1@mor.gov.bd

বিষয়ঃ তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ এর ৮(১) ধারার ভিত্তিতে তথ্য প্রাপ্তির আবেদন।

১। আবেদনকারীর নাম ও ঠিকানাঃ ফ্যাক্স, ই-মেইল, টেলিফোন ও মোবাইল নাম্বার (যদি থাকে): মো. আব্দুর রহমান মোল্লা (এ. আর মোল্লা), বিশেষ প্রতিনিধি, দৈনিক মুক্তখবর। বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়: ১৪, পুরানা পল্টন (১০ম তলা), দার-উস-সালাম ভবন, ঢাকা-১০০০। মোবাইল: ০১৮২০৫৬১৪৬৪, ই-মেইল: abdur0348@gmail.com

২। কি ধরনের তথ্যঃ (প্রয়োজনে অতিরিক্ত কাগজ ব্যবহার করুন): মোঃ রমজান আলী (প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা হতে মোংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে) গত ২৬/১১/১৯৮৯ হতে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত তার অর্জিত ২,৭০,৪৪,৮৩৬/- (দুই কোটি সত্তর লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার আটশত ছত্রিশ) টাকার সম্পদের মধ্যে ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত জ্ঞাত আয়ের উৎস বহির্ভূত ২,৪৩,৮০,২৮৬/- (দুই কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ আশি হাজার দুইশত ছিয়াশি) টাকার সম্পদ অর্জন ও দখলে রেখে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৭১(১) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠন করেছেন। ফলে দুর্নীতি দমন কমিশন উক্ত ধারায় মোঃ রমজান আলীর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

এ বিষয়ে গত ২২/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখ দৈনিক মুক্তখবর পত্রিকার ১২ পৃষ্ঠার ১৯ বর্ষের ৪৯তম সংখ্যায় ৫ কলামে দুর্নীতি দমন কমিশনে মামলার পরেও বহাল তবিয়তে রেল কর্মকর্তা শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের পরেও জনাব মোঃ রমজান আলী (প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা হতে মোংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে) কে সাময়িক বরখাস্ত করে এখনও বিভাগীয় মামলা রুজু না হওয়ায় তদন্তপূর্বক তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজু করার গত ০৩/০৭/২০২২ ইং তারিখ রেলপথ মন্ত্রনালয়ের সচিব বরাবরে আবেদনকারী জনস্বার্থে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন।

এমতাবস্থায়, (ক) জনাব মোঃ রমজান আলী (প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা হতে মোংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে) বিষয়ে পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ও জনস্বার্থে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে রেলপথ মন্ত্রনালয় হতে যে সকল আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে ব্যবস্থা গ্রহন সম্পর্কিত সেই সকল তথ্যের সত্যায়িত ফটোকপি পেতে চাই।

(খ) পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ও জনস্বার্থে আনীত অভিযোগের প্রেক্ষিতে রেলপথ মন্ত্রনালয় হতে বর্নিত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে যদি কোনো প্রকার আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা না হয়ে থাকে তবে, কেন আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়নি আইনের আলোকে তার ব্যাখ্যাসহ যুক্তিসংগত কারন জানতে চাই।

৩। কোন পদ্ধতিতে তথ্য পাইতে আগ্রহীঃ (ছাপানো/ফটোকপি/লিখিত/ই-মেইল/ফ্যাক্স/সিডি অথবা অন্য কোন অনুমোদিত পদ্ধতি): সকল তথ্য/ডকুমেন্টস এর ফটোকপি ডাকযোগে গ্রহন করতে চাই।

৪। তথ্য গ্রহনকারীর নাম ও ঠিকানাঃ মো. আব্দুর রহমান মোল্লা (এ. আর মোল্লা), বিশেষ প্রতিনিধি, দৈনিক মুক্তখবর। বার্তা ও বাণিজ্যিক কার্যালয়: ১৪, পুরানা পল্টন (১০ম তলা), দার-উস-সালাম ভবন, ঢাকা-১০০০। মোবাইল: ০১৮২০৫৬১৪৬৪, ই-মেইল: abdur0348@gmail.com

৫। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সহায়তাকারীর নাম ও ঠিকানাঃ প্রযোজ্য নহে।

আবেদনের তারিখঃ ১৪/০৮/২০২২ ইং

রেলপথ মন্ত্রণালয়
০২ ১৮

আবেদনকারীর স্বাক্ষর

বরাবর,
সচিব
রেলপথ মন্ত্রনালয়
১৬ আব্দুল গনি রোড, ঢাকা-১০০০

বিষয়: "দুর্নীতি দমন কমিশনে মামলার পরেও বহাল তবিয়তে রেল কর্মকর্তা" শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের আলোকে তদন্তপূর্বক সাময়িক বরখাস্ত করে বিভাগীয় মামলা দায়ের প্রসংগে।

সূত্র: গত ২২/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখ দৈনিক মুক্তখবর পত্রিকার ১২ পৃষ্ঠার ১৯ বর্ষের ৪৯তম সংখ্যায় ৫ কলামে দুর্নীতি দমন কমিশনে মামলার পরেও বহাল তবিয়তে রেল কর্মকর্তা শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদ।

জনাব,
সবিনয় বিনীত নিবেদন এই যে, গত ২২/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখ দৈনিক মুক্তখবর পত্রিকার ১২ পৃষ্ঠার ১৯ বর্ষের ৪৯তম সংখ্যায় ৫ কলামে "দুর্নীতি দমন কমিশনে মামলার পরেও বহাল তবিয়তে রেল কর্মকর্তা" শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত সংবাদে নিম্নোক্ত বিষয়টি উপস্থাপিত হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণার পর দুর্নীতি দমন কমিশন অত্যন্ত জোড়ালোভাবে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর, অধিদপ্তরে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের আইনের আওতায় আনার মাধ্যমে বেশ কার্যকরি ভ,মিকা পালন করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে দুর্নীতিবাজ বহু কর্মকর্তা গ্রেফতার, সাময়িক বরখাস্ত, এমনকি চাকুরিচ্যুতির ঘটনাও ঘটেছে। তবে দু'একজন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা নানাভাবে প্রভাব খাটিয়ে এখনও রয়েছেন চাকুরীতে বহাল তবিয়্যতে। এমনকি আইনের প্রতি কোনোরূপ তোয়াক্কা না করে প্রভাব খাটিয়ে কর্মস্থল পরিবর্তন করে পূর্বের ন্যায় জড়িয়ে পড়ছে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতিতে। অর্থ ও প্রভাব থাকার কারণে তাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে ভয় পান খোঁদ একই দপ্তরের কর্মকর্তারা।

অনুসন্ধানে জানা যায়, মোঃ রমজান আলী (প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা হতে মোংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে) গত ২৬/১১/১৯৮৯ হতে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত তার অর্জিত ২,৭০,৪৪,৮৩৬/- (দুই কোটি সত্তর লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার আটশত ছত্রিশ) টাকার সম্পদের মধ্যে ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত জ্ঞাত আয়ের উৎস বহির্ভুত ২,৪৩,৮০,২৮৬/- (দুই কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ আশি হাজার দুইশত ছিয়াশি) টাকার সম্পদ অর্জন ও দখলে রেখে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৭১(১) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠন করেছেন। ফলে দুর্নীতি দমন কমিশন উক্ত ধারায় মোঃ রমজান আলীর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছেন।

মামলার অভিযোগপত্রে জানা যায়, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নথি নং ০০.০১.৭৬০০.৬৩৪.০১. ০১৯.১৭ মোতাবেক প্রাপ্ত অভিযোগ অনুসন্ধানকালে দেখা যায় যে, আসামী মোঃ রমজান আলী প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে খুলনা হতে মোংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে, কমলাপুর, ঢাকায় কর্মরত আছেন। তিনি ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ দ্বারা বিপুল সম্পদের মালিকানা ও দখল স্বত্ব অর্জন করেন। তিনি সাব-রেজিষ্ট্রারের কার্যালয়, সাঁথিয়া, পাবনায় রেজিষ্ট্রিকৃত সাফ কবলা দলিল নং-৭৪৮৪/১৯৮৯ তারিখ : ২৬/১১/১৯৮৯ খ্রিঃ মোতাবেক সরিষাফরিদ মৌজায় ১৩ শতাংশ জমির ১/২ অংশ ক্রয় ৭,৫০০/- টাকা; দলিল নং-৩৭৮৮/১৯৯৬ মোতাবেক একই মৌজায় ৬ শতাংশ জমি ২০,০০০/- টাকা; দলিল নং-১৮১৬/২০০২ মোতাবেক একই মৌজায় ৪০.২৫ শতাংশ জমি ২০,০০০/- টাকা; দলিল নং-১৮১৭/২০০২ মোতাবেক একই মৌজায় ১৫.৫০ শতাংশ জমি ৮,০০০/- টাকা; দলিল নং ৬১৭৯/২০০৩ মোতাবেক একই মৌজায় ০৮ শতাংশ জমি ২৫,০০০/- টাকা; সাব-রেজিষ্ট্রারের কার্যালয়, গুলশান, ঢাকায় রেজিষ্ট্রীকৃত সাফ কবলা দলিল নং-২১৫৪/২০০৪ মোতাবেক প্লট নং-৪৯৭, রোড নং-৬, ব্লক-এইচ, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকায় ৩ কাঠা জমি ১৭,৭২,৮২৫/- টাকা; উক্ত জমির উপর ৩০/৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে প্রতি তলা ১৫০০ বর্গফুট আয়তনের ৮তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণে বিনিয়োগ ১,৮০,০০,০০০/- টাকা; সাব-রেজিষ্ট্রারের কার্যালয়, সাঁথিয়া,

পাবনায় রেজিষ্ট্রিকৃত সাফ কবলা দলিল নং-৫৬৯৫/২০০৭ মোতাবেক সরিষাফরিদ মৌজায় ৬ শতাংশ জমি ৪৫,০০০/- টাকা দলিল নং-৮৯১০/২০১১ মোতাবেক একই মৌজায় ১৯ শতাংশ জমি ১,৭০,০০০/- টাকা; দলিল নং-৮৯১১/২০১১ মোতাবেক একই মৌজায় ৯.৫০ শতাংশ জমি ৫০,০০০/- টাকা; দলিল নং-৫৯৪০/২০১৪ মোতাবেক একই মৌজায় ১০ শতাংশ জমি ৫০,০০০/- টাকা; দলিল নং-১০১৮২/২০১৭ মোতাবেক সরিষা মৌজায় ১৯.৫ শতাংশ জমি ৬,৬০,০০০/- টাকা; দলিল নং-৩৬৮৫/২০১৮ মোতাবেক সরিষাফরিদ মৌজায় ২০ শতাংশ জমি ৪,৬২,০০০/- টাকা ও দলিল নং ৩৬৮৬/২০১৮ মোতাবেক একই মৌজায় ৩১.৫০ শতাংশ জমি ক্রয় ১,৩০,০০০/- টাকাসহ মোট ২,২০,২০,৩২৫/- টাকার স্থাবর সম্পদ অর্জন করেন।

এছাড়া তিনি গাড়ী নং ঢাকা মেট্রো গ-২৯-৩৪৮২ ক্রয় ১২,০০,০০০/- টাকা; সঞ্চয়ী হিসাব নং-২০৫০৩৪২০২০০৮ ০৬১১২, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, বারিধারা শাখা, ঢাকায় স্থিতি ১,৯২০/- টাকা; কন্যা আনিকা তাহসিনের নামে হিসাব নং-১৪৭১০৫৪৫০২০, ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ, বসুন্ধরা শাখা, ঢাকায় স্থিতি ৫০০/- টাকা; পুত্র মোঃ ইমরান নূরের নামে হিসাব নং-০০২৮০৩১০০৪৩৪৬৬, ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, মিরপুর শাখা, ঢাকায় স্থিতি ২,২৮,৫২৬/- টাকা; পুত্র আগা হাসান নূরীর নামে চলতি হিসাব নং-৪১০১২০১৭৭৮১২৯০০১, ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ, ময়মনসিংহ শাখা, ময়মনসিংহে স্থিতি ১১,২৬৪/- টাকা; নিজের সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিলে ১,২২,২৮০/- টাকা; স্বর্ণালংকার ৬০,০০০/- টাকা; আসবাবপত্র ৫০,০০০/- টাকা; ইলেকট্রনিক সামগ্রী ৬০,০০০/- টাকা ও নগদ অর্থ ৩২,৯০,০২১/- টাকাসহ মোট ৫০,২৪,৫১১/- টাকার অস্থাবর সম্পদ অর্জন করেন। তিনি স্থাবর সম্পদ ২,২০,২০,৩২৫/- টাকা ও অস্থাবর সম্পদ ৫০,২৪,৫১১/- টাকা অর্থাৎ সর্বমোট (২,২০,২০,৩২৫ + ৫০,২৪,৫১১) = ২,৭০,৪৪,৮৩৬/- (দুই কোটি সত্তর লক্ষ চুয়াল্লিশ আটশত ছত্রিশ) টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন। তিনি একজন আয়কর দাতা। তার আয়কর নথি নং টিআইএন-৮৬৫৩৪০৭৭৬০১৫, কর সার্কেল-১৪, কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম এবং কর সার্কেল-৮০ (বৈতনিক), কর অঞ্চল-৪, ঢাকা। তিনি ২০১১-১২ হতে ২০১৯-২০ করবর্ষ পর্যন্ত আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছেন। আয়কর রিটার্নে বেতনাদি ৫০,১২,৫৩০/- টাকা; কৃষি আয় ২,০০,১২০/- টাকা; করমুক্ত আয় ৪,৮৫,২৮১/- টাকা; পিএফ উত্তোলন ২,২৯,৭৫০/- টাকা; জমি বিক্রি ৯,০০,০০০/- টাকা ও ব্যাংক সুদ ২১১/- টাকাসহ তিনি মোট আয় ৬৮,২৭,৮৯২/- টাকা প্রদর্শন করেছেন। উক্ত আয় ৬৮,২৭,৮৯২/- টাকার বিপরীতে তিনি পারিবারিক ব্যয় প্রদর্শন করেছেন ৪১,৬৩,৩৪২/- টাকা। পারিবারিক ব্যয় বাদে তার আয়ের উৎস থাকে (৬৮,২৭,৮৯২-৪১,৬৩,৩৪২) = ২৬,৬৪,৫৫০/- টাকা। তার অর্জিত সম্পদ ২,৭০,৪৪,৮৩৬/- টাকার বিপরীতে প্রদর্শিত আয়ের উৎস মাত্র ২৬,৬৪,৫৫০/- টাকা। অবশিষ্ট (২,৭০,৪৪,৮৩৬ - ২৬,৬৪,৫৫০) = ২,৪৩,৮০,২৮৬/- (দুই কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ আশি হাজার দুইশত ছিয়াশি) টাকার সম্পদের বিপরীতে তিনি বৈধ আয়ের উৎস প্রদর্শন করতে পারেননি; যা ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত জ্ঞাত আয়ের উৎস বহির্ভূত সম্পদ বলে বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে।

অনুসন্ধানকালে আসামী মোঃ রমজান আলী'র মালিকানাধীন বাড়ি নং-৪৯৭, রোড নং-৬, ব্লক-এইচ, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকার ০৮ তলা বিশিষ্ট বাড়িটি বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, ঢাকার পারমিশন পিটিশন নং-৯০/২০২০ মোতাবেক ক্রোক করা হয়েছে। কিন্তু মোঃ রমজান আলী তার কর্মস্থল পরিবর্তন করে বর্তমানে সরকারি রেল পরিদর্শক, ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা হিসেবে কর্মরত আছেন বলে জানিয়েছেন সুজিত মজুমদার। উপ-পরিচালক (পার্সোনেল-২) তথ্য অধিকার আইনের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে। তিনি আরও জানান, মোঃ রমজান আলীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক মামলা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে দুদক হতে অত্র দপ্তরে কোনপত্র পাওয়া যায়নি। কিন্তু দুদক সূত্রে জানা যায়, কারো বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা অভিযোগ থাকলে তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পত্রের মাধ্যমে অবগত করা হয় এ ক্ষেত্রে কমিশনের কোনো গাফলতি নেই। ফলে দপ্তরে তথ্য না থাকায় মোঃ রমজান আলীর বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত সাময়িক বরখাস্ত ও বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়নি। আইন বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলে জানা যায় সরকারী চাকুরী আইন ২০১৮ (২০১৮ সালের ৫৭নং আইন) এর ধারা ৪১ এর উপধারা (২) বলা হয়েছে, কোনো সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো আদালতে ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোনো কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলে, বিচারাধীন কোনো এক বা একাধিক অভিযোগের বিষয়ে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা রুজু বা নিষ্পত্তির ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকিবে না।

সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ (জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের বিধি-৪ শাখা থেকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১১০-আইন/২০১৮) এর বিধি ২৫ এর উপবিধি (২) এ বলা হয়েছে, কোনো সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো আদালতে একই বিষয়ের উপর ফৌজদারি কার্যধারা বা আইনগত কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকিবে না।

সংস্থাপন মন্ত্রনালয়ের (বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়) অফিস মেমোরেন্ডাম নং (ইডি) (রেগ-৮)/এস-১২৩/৭৮-১১৫(৫০০), তারিখ : ২১/১১/৭৮ (এস্টাবলিশমেন্ট মেনুয়্যাল ১নং ভলিউমের পৃষ্ঠা নং-৮৯২ ও ৮৯৩) এবং বি এস আর ১ম খন্ডের ৭৩ বিধির ১ ও ২ নং নোট অনুসারে কোন সরকারী কর্মচারী ফৌজদারি মামলায় গ্রেফতারের পর বা আদালতে

আত্মসর্মাপনের পর জামিনে মুক্তি লাভ করিলেও সাময়িক বরখাস্ত হিসেবে গণ্য হইবেন। তবে, এই ক্ষেত্রে জটিলতা এড়াইবার জন্য কর্তৃপক্ষ সাময়িক বরখাস্তের ফরমাল আদেশ জারি করিবেন।

দপ্তরে তথ্য গোপন ও প্রভাব খাটিয়ে কর্মস্থল পরিবর্তন করে চাকুরিতে বহাল তবিয়্যতে থাকার ব্যাপারে রমজান আলী বলেন, যদি দুদক দপ্তরকে অবহিত না করে সে ক্ষেত্রে আমি দায়ী নই। তবে তিনি মামলার ব্যাপারে এটি একটি মিথ্যা মামলা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন।

উল্লেখিত বিষয়ে গত ২২/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখ দৈনিক মুক্তখবর পত্রিকার ১২ পৃষ্ঠার ১৯ বর্ষের ৪৯তম সংখ্যায় ৫ কলামে দুর্নীতি দমন কমিশনে মামলার পরেও বহাল তবিয়তে রেল কর্মকর্তা শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের পরেও জনাব মোঃ রমজান আলী (প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা হতে মোংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে) কে সাময়িক বরখাস্ত করে এখনও বিভাগীয় মামলা রুজু করা হয়নি।

এমতাবস্থায়, গত ২২/০৬/২০২২ খ্রি: তারিখ দৈনিক মুক্তখবর পত্রিকার ১২ পৃষ্ঠার ১৯ বর্ষের ৪৯তম সংখ্যায় ৫ কলামে দুর্নীতি দমন কমিশনে মামলার পরেও বহাল তবিয়তে রেল কর্মকর্তা শিরোনামে প্রকাশিত সংবাদের পরেও জনাব মোঃ রমজান আলী (প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা হতে মোংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে) কে সামায়িক বরখাস্ত করে এখনও বিভাগীয় মামলা রুজু না হওয়ায় তদন্তপূর্বক তাকে সাময়িক বরখাস্ত করে বিভাগীয় মামলা রুজু করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ করা হল।

তারিখ: ০৬/০৭/২০২২ ইং

জনস্বার্থে আবেদনকারী

মো. আব্দুর রহমান মোল্লা (এ. আর মোল্লা)
বিশেষ প্রতিনিধি, দৈনিক মুক্তখবর
১৪, পুরানা পল্টন (১০ম তলা)
দার-উস-সালাম ভবন, ঢাকা-১০০০
মোবাইল: ০১৮২০৫৬১৪৬৪
ই-মেইল: abdur0348@gmail.com

... পক্ষে জাতীয় দৈনিক

মুক্ত খবর

www.dailymuktakhabar.com

ঢাকা • বুধবার
২২ জুন ২০২২
০৮ আষাঢ় ১৪২৯
২২ জিলক্বদ ১৪৪৩
রেজি: নং ডিএ ৩০৮৬

দুদকে মামলার পরেও বহাল তবিয়্যতে রেল কর্মকর্তা

● এ. আর. মোল্লা

প্রধানমন্ত্রীর দুর্নীতির বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ঘোষণার পর দুর্নীতি দমন কমিশন অত্যন্ত জোড়ালোভাবে বিভিন্ন সরকারি দপ্তর ও অধিদপ্তরে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের আইনের আওতায় আনার মাধ্যমে বেশ কার্যকরি ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে দুর্নীতিবাজ বহু কর্মকর্তা গ্রেফতার, সাময়িক বরখাস্ত, এমনকি চাকুরিচ্যুতির ঘটনাও ঘটেছে। তবে দু' একজন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা নানাভাবে প্রভাব খাটিয়ে এখনও রয়েছেন চাকুরীতে বহাল তবিয়্যতে। এমনকি আইনের প্রতি কোনোরূপ তোয়াক্কা না করে প্রভাব খাটিয়ে কর্মস্থল পরিবর্তন করে পূর্বের ন্যায় জড়িয়ে পড়ছে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতিতে। অর্থ ও প্রভাব থাকার কারণে তাদের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে ভয় পান খোদ একই দপ্তরের কর্মকর্তারা।

অনুসন্ধানে জানা যায়, মোঃ রমজান আলী (প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী, খুলনা হতে মোংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে) গত ২৬/১১/১৯৮৯ হতে ৩০/০৬/২০১৯ খ্রি. তারিখ পর্যন্ত তার অর্জিত ২,৭০,৪৪,৮৩৬/- (দুই কোটি সত্তর লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার আটশত ছত্রিশ) টাকার সম্পদের মধ্যে ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত জ্ঞাত আয়ের উৎস বহির্ভূত ২,৪৩,৮০,২৮৬/- (দুই কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ আশি হাজার দুইশত ছিয়াশি)

● এরপর ১১ পৃষ্ঠা • কলাম ৩

দুদকে মামলার

টাকার সম্পদ অর্জন ও দখলে রেখে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর ৭১(১) ধারা এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এর ৪(২) ও ৪(৩) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংগঠন করেছেন। ফলে দুর্নীতি দমন কমিশন উক্ত ধারায় মোঃ রমজান আলীর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করেছেন। মামলার অভিযোগপত্রে জানা যায়, দুর্নীতি দমন কমিশন, প্রধান কার্যালয়, ঢাকার নথি নং ০০.০১.৭৬০০.৬৩৪.০১.০১৯.১৭ মোতাবেক প্রাপ্ত অভিযোগ অনুসন্ধানকালে দেখা যায় যে, আসামী মোঃ রমজান আলী প্রকল্প পরিচালক ও প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে খুলনা হতে মোংলা পোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ প্রকল্প, বাংলাদেশ রেলওয়ে, কমলাপুর, ঢাকায় কর্মরত আছেন। তিনি ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ দ্বারা বিপুল সম্পদের মালিকানা ও দখল স্বত্ব অর্জন করেন। তিনি সাব-রেজিষ্ট্রারের কার্যালয়, সাঁথিয়া, পাবনায় রেজিষ্ট্রিকৃত সাফ কবলা দলিল নং-৭৪৮৪/১৯৮৯ তারিখ : ২৬/১১/১৯৮৯ খ্রিঃ মোতাবেক সরিষাফরিদ মৌজায় ১৩ শতাংশ জমির আধা অংশ ক্রয় ৭,৫০০/- টাকা; দলিল নং-৩৭৮৮/১৯৯৬ মোতাবেক একই মৌজায় ৬ শতাংশ জমি ২০,০০০/- টাকা; দলিল নং-১৮১৬/২০০২ মোতাবেক একই মৌজায় ৪০.২৫ শতাংশ জমি ২০,০০০/- টাকা; দলিল নং-১৮১৭/২০০২ মোতাবেক একই মৌজায় ১৫.৫০ শতাংশ জমি ৮,০০০/- টাকা; দলিল নং ৬১৭৯/২০০৩ মোতাবেক একই মৌজায় ০৮ শতাংশ জমি ২৫,০০০/- টাকা; সাব-রেজিষ্ট্রারের কার্যালয়, গুলশান, ঢাকায় রেজিষ্ট্রীকৃত সাফ কবলা দলিল নং-২১৫৪/২০০৪ মোতাবেক প্লট নং-৪৯৭, রোড নং-৬, ব্লক-এইচ, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকায় ৩ কাঠা জমি ১৭,৭২,৮২৫/- টাকা; উক্ত জমির উপর ৩০/৬/২০১৯ খ্রিঃ তারিখের মধ্যে প্রতি তলা ১৫০০ বর্গফুট আয়তনের ৮তলা বিশিষ্ট ভবন নির্মাণে বিনিয়োগ ১,৮০,০০,০০০/- টাকা; সাব-রেজিষ্ট্রারের কার্যালয়, সাঁথিয়া, পাবনায় রেজিষ্ট্রিকৃত সাফ কবলা দলিল নং-৫৬৯৫/২০০৭ মোতাবেক সরিষাফরিদ মৌজায় ৬ শতাংশ জমি ৪৫,০০০/- টাকা দলিল নং-৮৯১০/২০১১ মোতাবেক একই মৌজায় ১৯ শতাংশ জমি ১,৭০,০০০/- টাকা; দলিল নং-৮৯১১/২০১১ মোতাবেক একই মৌজায় ৯.৫০ শতাংশ জমি ৫০,০০০/- টাকা; দলিল নং-৫৯৪০/২০১৪ মোতাবেক একই

মৌজায় ২০ শতাংশ জমি ৪,৬২,০০০/- টাকা ও দলিল নং ৩৬৮৬/২০১৮ মোতাবেক একই মৌজায় ৩১.৫০ শতাংশ জমি ক্রয় ১,৩০,০০০/- টাকাসহ মোট ২,২০,২০,৩২৫/- টাকার স্থাবর সম্পদ অর্জন করেন। এছাড়া তিনি গাড়ী নং ঢাকা মেট্রো গ-২৯-৩৪৮২ ক্রয় ১২,০০,০০০/- টাকা; সঞ্চয়ী হিসাব নং-২০৫০৩৪২০২০০৮০৬১১২, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, বারিধারা শাখা, ঢাকায় স্থিতি ১,৯২০/- টাকা; কন্যা আনিকা তাহসিনের নামে হিসাব নং-১৪৭১০৫৪৫০২০, ডাচ বাংলা ব্যাংক লিঃ, বসুন্ধরা শাখা, ঢাকায় স্থিতি ৫০০/- টাকা; পুত্র মোঃ ইমরান নূরের নামে হিসাব নং-০০২৮০৩১০০৪৩৪৬৬, ট্রাস্ট ব্যাংক লিঃ, মিরপুর শাখা, ঢাকায় স্থিতি ২,২৮,৫২৬/- টাকা; পুত্র আগা হাসান নূরীর নামে চলতি হিসাব নং-৪১০১২০১৭৭৮১২৯০০১, ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ, ময়মনসিংহ শাখা, ময়মনসিংহে স্থিতি ১১,২৬৪/- টাকা; নিজের সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিলে ১,২২,২৮০/- টাকা; স্বর্ণালংকার ৬০,০০০/- টাকা; আসবাবপত্র ৫০,০০০/- টাকা; ইলেকট্রনিক সামগ্রী ৬০,০০০/- টাকা ও নগদ অর্থ ৩২,৯০,০২১/- টাকাসহ মোট ৫০,২৪,৫১১/- টাকার অস্থাবর সম্পদ অর্জন করেন। তিনি স্থাবর সম্পদ ২,২০,২০,৩২৫/- টাকা ও অস্থাবর সম্পদ ৫০,২৪,৫১১/- টাকা অর্থাৎ সর্বমোট (২,২০,২০,৩২৫ + ৫০,২৪,৫১১) = ২,৭০,৪৪,৮৩৬/- (দুই কোটি সত্তর লক্ষ চুয়াল্লিশ আটশত ছত্রিশ) টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন। তিনি একজন আয়কর দাতা। তার আয়কর নথি নং টিআইএন-৮৬৫৩৪০৭৭৬০১৫, কর সার্কেল-১৪, কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম এবং কর সার্কেল-৮০ (বেতনিক), কর অঞ্চল-৪, ঢাকা। তিনি ২০১১-১২ হতে ২০১৯-২০ করবর্ষ পর্যন্ত আয়কর রিটার্ন দাখিল করেছেন। আয়কর রিটার্নে বেতনাদি ৫০,১২,৫৩০/- টাকা; কৃষি আয় ২,০০,১২০/- টাকা; করমুক্ত আয় ৪,৮৫,২৮১/- টাকা; পিএফ উত্তোলন ২,২৯,৭৫০/- টাকা; জমি বিক্রি ৯,০০,০০০/- টাকা ও ব্যাংক সুদ ...১/- টাকাসহ তিনি মোট আয় ৬৮,২৭,৮৯২/- টাকা প্রদর্শন করেছেন। উক্ত আয় ৬৮,২৭,৮৯২/- টাকার বিপরীতে তিনি পারিবারিক ব্যয় প্রদর্শন করেছেন ৪১,৬৩,৩৪২/- টাকা। পারিবারিক ব্যয় বাদে তার আয়ের উৎস থাকে (৬৮,২৭,৮৯২-৪১,৬৩,৩৪২) = ২৬,৬৪,৫৫০/- টাকা। তার অর্জিত সম্পদ ২,৭০,৪৪,৮৩৬/- টাকার বিপরীতে প্রদর্শিত আয়ের উৎস মাত্র ২৬,৬৪,৫৫০/- টাকা। অবশিষ্ট (২,৭০,৪৪,৮৩৬ - ২৬,৬৪,৫৫০) = ২,৪৩,৮০,২৮৬/- (দুই কোটি তেতাল্লিশ লক্ষ আশি হাজার দুইশত ছিয়াশি) টাকার সম্পদের বিপরীতে তিনি বৈধ আয়ের উৎস প্রদর্শন করতে পারেননি; যা ঘুষ ও দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত জ্ঞাত আয়ের উৎস বহির্ভূত সম্পদ বলে বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে।

অনুসন্ধানকালে আসামী মোঃ রমজান আলী'র মালিকানাধীন বাড়ি নং-৪৯৭, রোড নং-৬, ব্লক-এইচ, বসুন্ধরা আ/এ, ঢাকায় ০৮ তলা বিশিষ্ট বাড়িটি বিজ্ঞ মহানগর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত, ঢাকার পারমিশন পিটিশন নং-৯০/২০২০ মোতাবেক ক্রোক করা হয়েছে।

কিন্তু মোঃ রমজান আলী তার কর্মস্থল পরিবর্তন করে বর্তমানে সরকারি রেল পরিদর্শক, ফুলবাড়ীয়া, ঢাকা হিসেবে কর্মরত আছেন বলে জানিয়েছেন সুজিত মজুমদার। উপ-পরিচালক (পার্সোনেল-২) তথ্য অধিকার আইনের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে। তিনি আরও জানান, মোঃ রমজান আলীর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশন কর্তৃক মামলা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে দুদক হতে অত্র দপ্তরে কোনপত্র পাওয়া যায়নি। কিন্তু দুদক সূত্রে জানা যায়, কারো বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা অভিযোগ থাকলে তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পত্রের মাধ্যমে অবহিত করা হয় এ ক্ষেত্রে কমিশনের কোনো গাফলতি নেই। ফলে দপ্তরে

সালের ৫৭নং আইন) এর ধারা ৪১ এর উপধারা (২) বলা হয়েছে, কোনো সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো আদালতে ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোনো কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলে বিচারাধীন কোনো এক বা একাধিক অভিযোগের বিষয়ে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা রুজু বা নিষ্পত্তির ব্যাপারে কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকিবে না। সরকারী কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপীল) বিধিমালা ২০১৮ (জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়ের বিধি-৪ শাখা থেকে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও নং ১১০-আইন/২০১৮) এর বিধি ২৫ এর উপবিধি (২) এ বলা হয়েছে, কোনো সরকারী কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোনো আদালতে একই বিষয়ের উপর ফৌজদারি কার্যধারা বা আইনগত কার্যধারা বিচারাধীন থাকিলে, তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় কার্যধারা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকিবে না। সংস্থাপন মন্ত্রনালয়ের (বর্তমানে জনপ্রশাসন মন্ত্রনালয়) অফিস মেমোরেন্ডাম নং (ইডি) (রেগ-৮)/এস-১২৩/৭৮-১১৫(৫০০), তারিখ : ২১/১১/৭৮ (এস্টাবলিশমেন্ট ম্যানুয়াল ১নং ভলিউমের পৃষ্ঠা নং-৮৯২ ও ৮৯৩) এবং বি এস আর ১ম খণ্ডের ৭৩ বিধির ১ ও ২ নং নোট অনুসারে কোন সরকারী কর্মচারী ফৌজদারি মামলায় গ্রেফতারের পর বা আদালতে আত্মসমর্পণের পর জামিনে মুক্তি লাভ করিলেও সাময়িক বরখাস্ত হিসেবে গণ্য হইবেন। তবে, এই ক্ষেত্রে জটিলতা এড়াইবার জন্য কর্তৃপক্ষ সাময়িক বরখাস্তের করনার্থে আদেশ জারি করিবেন।

দপ্তরে তথ্য গোপন ও প্রভাব খাটিয়ে কর্মস্থল পরিবর্তন করে চাকুরিতে বহাল তবিয়্যতে থাকার ব্যাপারে রমজান আলী বলেন, যদি দুদক দপ্তরকে অবহিত না করে সে ক্ষেত্রে আমি দায়ী নই। তবে